১৮-০৮-১৭ প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - বাবা যে সমস্ত মিষ্টি মিষ্টি জ্ঞানের কথা শোনান সেইগুলো ধারণ করতে হবে। খুব মিষ্টি হয়ে ক্ষীরখন্ড (মিলেমিশে) হয়ে থাকতে হবে। কখনো নুনজল (খিটমিট) করোনা।"

প্রশ্নঃ- কোন মহামন্ত্রের দ্বারা তোমরা বাচ্চারা নতুন রাজধানীর তিলক পেয়ে যাও?

উত্তরঃ- বাবা বর্তমান সময়ে তোমাদেরকে যে মহামন্ত্র দিচ্ছেন তা হল - প্রিয় মিষ্টি বাচ্চারা, বাবা এবং উত্তরাধিকারকে স্মরণ কর। ঘর গৃহস্থে থেকেও কমল পুষ্পের মতো পবিত্র থাকলে তোমরা রাজধানীর তিলক পেয়ে যাবে।

প্রশ্নঃ- প্রবাদ আছে 'যেমন দৃষ্টি সেইরকম সৃষ্টি' - এইরকম কথা কেন প্রচলিত আছে?

উত্তরঃ- বর্তমানে মানুষ যেমন পতিত এবং কালো হয়ে গেছে, সেইরকম তাদের পূজ্য দেবতাদেরকেও, লক্ষ্মী-নারায়ণ, রাম-সীতা এবং শিববাবাকেও কালো রঙের বানিয়ে তাদের পূজা করে। বোঝেই না যে এর আসল অর্থ কি। তাই এই রকমের কথা প্রচলিত আছে।

গীতঃ- দর্পণে আপন মুখ দেখ হে প্রাণী...

ওম্ শান্তি। মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চারা গানের লাইনে শুনল যে হৃদয়রূপী দর্পণে দেখ কতটা পাপ এবং কতটা পূণ্য করেছ। পাপ-পুণ্যের বিচার তো হৃদয়রূপী দর্পণেই করা হয়ে থাকে। এটা হল পাপ আত্মাদের দুনিয়া। সত্যযুগকে পুণ্যাত্মাদের দুনিয়া বলা হয়। এই দুনিয়াতে পুণ্যাত্মা কোথা থেকে আসবে? এখানে সবাই কেবল পাপ কর্মই করে, কারণ এটা হল রাবণ রাজ্য। নিজেরাও প্রার্থনা করে বলে - হে পতিত-পাবন তুমি এসো। আমরা জানি যে এই ভারতই পুণ্যাত্মাদের ভূমি ছিল। কেউ কোনো পাপ করত না। বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খেত, মিলেমিশে থাকত। বাবাও মিলেমিশে থাকতে বলছেন। পুণ্যত্মাদের দুনিয়াতে তমোপ্রধান আত্মা কোথা থেকে আসবে? বাবা এখন জ্ঞানের আলোক দিয়েছেন। তোমরা জানো যে আমরাই সতোপ্রধান দেবী-দেবতা ছিলাম। তাদের মহিমা হল সর্বগুণ সম্পন্ন, ১৬ কলা সম্পূর্ণ... আমরাও ওই দেবতাদের মহিমা করতাম। মানুষ বলে যে আমার মধ্যে কোনো গুণ নেই। হে প্রভু, তুমি যখন এসে আমাদের ওপর দয়া করবে তখন আমরাও এইরকম হয়ে যাব। আত্মারাই এইরকম বলে থাকে। আত্মা বুঝতে পারে যে এখন আমরা পাপ আত্মা হয়ে গেছি। দেবী-দেবতারা হল পূণ্য আত্মা, যাদের পূজা করা হয়। সকলেই দেবতাদের চরণে নত হয়ে প্রণাম করে। সাধু-সন্তরাও তীর্থ করতে যায়। অমরনাথ, শ্রীনাথ ইত্যাদি স্থানে যায়। এটা হল পাপ আত্মাদেরই দুনিয়া। যখন লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজত্ব ছিল তখন এটাই পুণ্যাত্মাদের দুনিয়া ছিল। তাকেই স্বর্গ বলা হয়। মানুষ মারা গেলে বলে যে স্বর্গত হয়েছেন। কিন্তু স্বর্গ দুনিয়া কোথায় আছে? যখন স্বর্গ ছিল তখন তো সত্যযুগ ছিল। মানুষের যা ইচ্ছে তাই বলে দেয়। কিছুই বোঝে না। মৃত্যুর পর যদি স্বর্গে গিয়ে থাকে তাহলে আগে নিশ্চয়ই নরকে ছিল। আবার সন্ন্যাসীরা মারা গেলে বলে যে জ্যোতিতে জ্যোতি মিশে গেছে। তাহলে তো কত পার্থক্য হয়ে গেল। জ্যোতিতে মিশে যাওয়ার অর্থ হল এখানে আর আসতেই হবে না। তোমরা জানো যে আমরা আত্মারা যেখানে থাকি

সেই দুনিয়াকে নির্বাণধাম বলা হয়। বৈকুন্ঠকে নির্বাণধাম বলা যাবে না। বাচ্চাদেরকে খুব মিষ্টি মিষ্টি জ্ঞানের কথা শোনানো হয় যেগুলো ভালোভাবে ধারণ করতে হবে।

তোমরা জানো যে বাবা এসেছেন আমাদেরকে বৈকুন্ঠে যাওয়ার রাস্তা দেখাতে। তিনি আমাদেরকে রাজযোগ শেখাতে এসেছেন। তিনি স্বয়ং গাইড হয়ে পবিত্র দুনিয়ার রাস্তা দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। সামনেই বিনাশ। পুরাতন দুনিয়ারই বিনাশ হয়। যত রকম উপদ্রব সব পুরাতন দুনিয়াতেই হয়। বাবা তো কত মিষ্টি। তিনি এসে অন্ধের লাঠি হন। মানুষ তো ঘোর অন্ধকারে কেবল ধাক্কা খাচ্ছে। ব্রহ্মার দিন এবং ব্রহ্মার রাতের গায়নও আছে। ব্রহ্মা তো এখানেই আছে। বাবা রাত্রিকে দিন করার জন্যই আসেন। অর্ধেক কল্প দিন এবং অর্ধেক কল্প রাত্রি থাকে। তোমরা এখন এইসব জেনে গেছ। ওরা তো ভাবে যে কলিযুগ এখনও শৈশবকালে। আবার কখনও কখনও বলে যে এই দুনিয়ার বিনাশ হয়ে যাবে। কিছুই বোঝে না। আজকাল তো খুব কমজনই ঘরবাড়ি ত্যাগ করে। কোনো ঘটনা ঘটে গেল তবেই ঘর ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হয়। সরকার থেকে একবার নির্দেশিকাও জারি করা হয়েছিল যে সন্ন্যাসীদের কাছেও লাইসেন্স থাকতে হবে। এইরকম করা তো উচিত নয় যে ঘরে ঝগড়া হয়ে গেলে বাড়ি থেকে পালিয়ে সন্ন্যাসী হয়ে গেলাম। সেক্ষেত্রে কিছু না করেই অনেক কিছু পাওয়া যায়। কিন্তু ওইসব হল হদের (সসীমের) সন্ন্যাস, তোমাদের তো বেহদের (অসীমের) সন্ন্যাস। বর্তমানে সমগ্র দুনিয়াটাই পতিত। এই দুনিয়াকে পবিত্র বানানো কেবল পতিত-পাবন শিববাবারই কর্তব্য। সত্যযুগে পবিত্র গৃহস্থ ধর্ম ছিল। লক্ষ্মী-নারায়ণের চিত্রও আছে। সর্বগুণ সম্পন্ন, সম্পূর্ণ নির্বিকারী... ইত্যাদি বলে দেবী-দেবতাদের মহিমার কত গায়ন করা হয়। ওরা হঠযোগ অর্থাৎ কর্ম সন্ন্যাস করে। কিন্তু কর্ম সন্ন্যাস করা তো সম্ভব নয়। কর্ম না করে মানুষ এক সেকেন্ডও থাকতে পারে না। তাই 'কর্ম সন্ন্যাস' - এই কথাটাই ভুল। এইটা হল কর্মযোগ এবং রাজযোগ। তোমরাই সূর্যবংশী দেবী-দেবতা ছিলে। তোমরা জেনেছ যে আমাদেরকে ৮৪ জন্ম নিতে হয়। বিভিন্ন বর্ণের গায়ন আছে। কিন্তু এই ব্রাহ্মণ বর্ণের কথা কেউ জানে না।

বাবা তোমাদেরকে এক মহামন্ত্র দিচ্ছেন - বাবা এবং উত্তরাধিকারকে স্মরণ করতে থাকলে তোমরা রাজধানীর তিলক পেয়ে যাবে। প্রিয় মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা, তোমরা ঘর গৃহস্থে থেকেও কমল ফুলের মত পবিত্র থাক। ভালোবাসার দ্বারা যতটা কাজ আদায় করা সম্ভব, ক্রোধ করে ততটা আদায় করা সম্ভব নয়। খুব মিষ্টি হও। বাবার স্মরণে থেকে সর্বদা হাসিখুশি থাক। দেবতাদের চিত্র কত হাসিখুশি দেখানো হয়। তোমরা জেনেছ যে আমরাই ঐরকম ছিলাম। আমরাই দেবতা থেকে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র হয়েছি। বর্তমানে সঙ্গমযুগে আমরা ব্রহ্মা-মুখবংশাবলী হয়েছি। ব্রহ্মা-মুখবংশাবলী অর্থাৎ ঈশ্বরীয় বংশী। মুক্তি এবং জীবনমুক্তির জন্য বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার পাওয়া যায়। তোমরা এটাও জানো যে যখন দেবী-দেবতাদের রাজত্ব ছিল তখন অন্য কোনও ধর্ম ছিল না। চন্দ্রবংশীরাও ছিল না। এইসব বোঝার বিষয়। দুনিয়ার মানুষ তো 'হম সো' - কথার অর্থ বলেছে যে আত্মা এবং পরমাত্মা এক। এখন তোমরা এই কথার প্রকৃত অর্থ জান যে আমরাই দেবী-দেবতা ছিলাম, তারপর আমরাই ক্ষত্রিয় হয়েছি... আত্মাই এইসব কথা বলে। আমরা আত্মারা যখন পবিত্র ছিলাম তখন আমাদের শরীরও পবিত্র ছিল। ওটা ছিল নির্বিকারী দুনিয়া। এটা বিকারী দুনিয়া। দুঃখধাম, সুখধাম আর আছে শান্তিধাম যেখানে আমরা আত্মারা থাকি। মুখে বলে যে আমরা হিন্দী-চীনী সবাই ভাই-ভাই। কিন্তু এর অর্থ কেউই বোঝে না। আজ ভাই ভাই বলে আর কালকে বন্দুক নিয়ে লড়াই করে। সকল আত্মাই ভাই-ভাই। কিন্তু পরমাত্মাকে সর্বব্যাপী বলে দিলে তো সকলেই

পিতা হয়ে যাবে। বাবা উত্তরাধিকার দেন। ভাইরা সবাই উত্তরাধিকার নেয়। দিন রাতের পার্থক্য। তিনি হলেন পতিত-পাবন। তাঁর দ্বারাই পবিত্র হতে হবে। আমরা মানুষ থেকে দেবতা হতে চাই। অনেক বইতেও মানুষ থেকে দেবতা হওয়ার কথা আছে। সেকেন্ডে জীবনমুক্তি পাওয়ার গায়নও আছে। আমরা দেবতারা জীবনমুক্ত ছিলাম, এখন জীবন বন্ধনে আছি। দ্বাপর থেকে রাবণ রাজ্য শুরু হয় এবং দেবতারা বামমার্গে যায়। এর নিশানিও দেখানো হয়েছে। জগন্নাথের মন্দিরে দেবতাদের অনেক খারাপ খারাপ ছবি রয়েছে। আগে তো তোমরা এইসব কিছুই বুঝতে না। এখন ভালোভাবে বুঝতে পেরেছ। তোমরা দেখে অবাক হতে যে দেবতাদের এইরকম খারাপ খারাপ চিত্র এখানে কেন লাগিয়েছে। ভেতরে কালো জগন্নাথ বসে আছে। শ্রীনাথ দ্বারেও কালো চিত্র দেখানো হয়েছে। এটা কেউই জানে না যে জগন্নাথের মূর্তি কালো রঙের কেন দেখান হয়েছে। কৃষ্ণের ক্ষেত্রে তো বলে যে তাকে সাপ কামড়িয়েছিল। কিন্তু রামের ক্ষেত্রে কি হয়েছিল? নারায়ণকেও তো কালো রঙের দেখিয়েছে। শিবলিঙ্গকেও কালো দেখায়। সবকিছুকেই কালো দেখায়। কারণ যেমন দৃষ্টি সেইরকম সৃষ্টি। এইসময়ে সকলেই পতিত এবং কালো তাই ভগবানকেও কালো রঙের বানিয়েছে। আগে যখন শিবের পূজা করত তখন হীরার শিবলিঙ্গ বানাত। এখন সেই সমস্ত জিনিস উধাও হয়ে গেছে। এইসব সবথেকে মূল্যবান জিনিস। পুরাতন জিনিসের কতই না মূল্য হয়। ২ হাজার বছর হয়েছে পূজা শুরু হয়েছে। তাহলে অতদিনের পুরাতন হবে নিশ্চয়ই। কিন্তু মানুষ লক্ষ বছরের পুরাতন বলে দেয়। তোমরা এখন জেনেছ যে ৫ হাজার বছর আগে ভারত স্বর্গ ছিল। এখন কলিযুগ, বিনাশ অতি নিকটে। সবাইকে যেতে হবে। বাবাই সবাইকে নিয়ে যান। ব্রহ্মা দ্বারা তোমরা ব্রাহ্মণ হয়েছ, এরপর তোমরা দেবতারাই পালন করবে। এইসব কথা কোনো ভাগবত গীতাতে নেই। বাবা বলছেন, এইসব জ্ঞান প্রায় লুপ্ত হয়ে যায়। লক্ষ্মী-নারায়ণ তো ত্রিকালদর্শী ছিল না, তাহলে এই জ্ঞান কিভাবে পরম্পরায় চলে আসবে। তোমরাই এখন ত্রিকালদর্শী হয়েছ। তোমরাই এখন সবথেকে শ্রেষ্ঠ সেবা করছ। তাই তোমরা হলে সত্যিকারের আধ্যাত্মিক সমাজ সেবক। তোমরা এখন আত্ম-অভিমানী হচ্ছ। আত্মার মধ্যে যে খাদ পড়েছে সেটা বেরোবে কিভাবে? বাবা তো একজন জহুরীও, তাই না? সোনার মধ্যে লোহার খাদ পড়তে পড়তে আত্মা পতিত হয়ে গেছে। এখন পবিত্র হবে কিভাবে? বাবা বলছেন - হে আত্মারা, একমাত্র আমাকেই স্মরণ কর। পতিত-পাবন বাবা এই শ্রীমৎ দিচ্ছেন। ভগবানুবাচ হল - হে আত্মারা, তোমাদের মধ্যে খাদ জমা হয়ে তোমরা পতিত হয়ে গেছ। কোনো পতিত তো কখনো মহাত্মা হতে পারে না। উপায় একটাই - একমাত্র আমাকেই স্মরণ কর। এই যোগ অগ্নির দ্বারাই তোমাদের বিকর্ম দগ্ধ হবে। অনেক আশ্রম আছে। বিভিন্ন রকমের হঠযোগের চিত্রও লাগানো আছে। আর এটা হল যোগ অথবা স্মরণের ভাট্টি। ঘর গৃহস্থেই থাক, ভোজনও বানাও এবং বাচ্চাদেরকেও সামলাও। কিন্তু ভোরবেলা তো সময় হবে, তাই না? যেখানেই যাও না কেন প্রত্যুষে রামনাম (শিববাবাকে) স্মরণ কর। আত্মার মধ্যেই বুদ্ধি আছে। ভক্তিও ভোরবেলাতেই করা হয়। তোমরাও ভোরবেলায় উঠে বাবাকে স্মরণ করে বিকর্ম বিনাশ কর। সমস্ত খাদ বেরিয়ে আত্মা বিশুদ্ধ সোনা হয়ে গেলে শরীরও স্বর্ণতুল্য পাবে। এখন তোমরা আত্মারা ২ ক্যারেটও নও। ভারতের দেবী-দেবতাদের ৮৪ জন্মের হিসাব রাখতে হবে। বিশ্বের ইতিহাস-ভূগোলের পুনরাবৃত্তি হয়। কিন্তু কল্পের আয়ু কত সেটাই জানে না। বাবা বলছেন, আমি এসেছি শ্রীমৎ দেওয়ার জন্য এবং শ্রেষ্ঠ বানানোর জন্য। স্মরণের অগ্নির দ্বারাই খাদ বেরিয়ে যাবে। এছাড়া আর কোনো উপায় নেই। ভয় পেও না, বাচ্চাদেরকে অনেক সাহসী হতে হবে। পিতারূপে স্বয়ং ভগবান যার রক্ষক তার ভয় কিসের? তোমাদেরকে কেউ কিভাবে অভিশাপ দেবে? ঐসবে কিছুই হবে না। আচ্ছা -

মিষ্টি – মিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতা – পিতা , বাপদাদার স্মরণ ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্যসার:–

১) যে কোনো কাজ ভালোবাসার দ্বারা আদায় করতে হবে, ক্রোধ করে নয়। বাবার স্মরণের দ্বারা সর্বদা হর্ষিত থাকতে হবে। সব সময় দেবতাদের মত হাসিখুশি থাকতে হবে।

২) আত্মার মধ্যে যে খাদ পড়েছে তা স্মরণের অগ্নির দ্বারা বের করতে হবে। বিকর্ম বিনাশ করতে হবে। ভয় না পেয়ে সাহসী হয়ে সেবা করতে হবে।

বরদান:– ব্যর্থ সংকল্পের তীব্র স্রোতকে এক সেকেন্ডে বন্ধ করে নির্বিকল্প স্থিতি বানাতে সক্ষম শ্রেষ্ঠ ভাগ্যবান হও।

যদি কোনো ভুল হয়ে যায় তাহলে ভুল হওয়ার পর কেন, কিভাবে, ওইভাবে নয় এইভাবে... এইসব চিন্তা করে সময় নষ্ট করো না। যত এইসব চিন্তা কর, তত দাগের ওপর দাগ লাগাতে থাকো। পেপারের সময় অনেক কম হয় কিন্তু ব্যর্থ চিন্তা করার সংস্কার পেপারের সময়কে বাড়িয়ে দেয় তাই ব্যর্থ সংকল্পের তীব্র স্রোতকে পরিবর্তন শক্তির দ্বারা বন্ধ করে দিলে নির্বিকল্প স্থিতি তৈরি হয়ে যাবে। যখন এই সংস্কার প্রকাশ পাবে তখনই ভাগ্যবান আত্মা বলা যাবে।

স্লোগান:– খুশির খাজনাতে সম্পন্ন হলে অন্য সমস্ত খাজনা স্বাভাবিক ভাবেই এসে যাবে।